

■ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৫৪

২৩/ জানায়া (كتاب الجنائز)

পরিচ্ছেদঃ ২৩/৭৯. কোন বালক ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে তার জন্য (জানায়ার) সালাত আদায় করা যাবে কি? বালকের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়া যাবে কি?

بَابِ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَا هَلْ يُصْلَى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ إِلَّا إِسْلَامُ

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَانَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قَبْلَ أَبْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبَّيَانِ عِنْدَ أَطْمَمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ أَبْنُ صَيَّادِ الْحَلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشَهُّدْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهُدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمْمَيْنَ فَقَالَ أَبْنُ صَيَّادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشَهُدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَضَهُ وَقَالَ أَمْنَتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُونُ فَقَالَ أَخْسِأً فَلَنْ تَعْدُ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسْلَطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرٌ لَكَ فِي قَتْلِهِ

বাংলা

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحُ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنْ الْمُسْتَخْفَفِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ إِلَيْهِ أَبِيهِ إِنَّكَ مُهَاجِرٌ إِلَيْنَا فَلَا يُعْلَمُ

হাসান, শুরাইহ, ইব্রাহীম ও কাতাদাহ (রহ.) বলেছেন, পিতা-মাতার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে স্তান মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে। ইবনু 'আকবাস (রাঃ) তাঁর মায়ের সাথে 'মুস্তায'আফীন' (দুর্বল ও নির্যাতিত জামা'আত)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁকে তাঁর পিতা (আকবাস)-এর সাথে 'তার কাওমের (মুশরিকদের) ধর্মে গণ্য করা হত না। নবী

সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম ইরশাদ করেছেনঃ ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

১৩৫৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উমার (রাঃ) নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম -এর সঙ্গে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবনু সাইয়াদ-এর (বাড়ির) দিকে গেলেন। তাঁরা তাকে (ইবনু সাইয়াদকে) বনু মাগালা দূর্গের পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধূলারত পেলেন। তখন ইবনু সাইয়াদ বালিগ হবার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম -এর আগমন অনুভব করার পূর্বেই নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি জিজেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইবনু সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টি করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর সে নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম -কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি তাকে (ইবনু সাইয়াদকে) জিজেস করলেনঃ তুমি কী দেখে থাক? ইবনু সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যবাদী আগমন করে থাকে। নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম ইরশাদ করলেনঃ ব্যাপারটি তোমার নিকট বিভাস্তিকর করা হয়েছে। অতঃপর নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম তাকে বললেনঃ আমি একটি বিষয় তোমার হতে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো সেটি কী?) ইবনু সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে খাল্লা। তখন তিনি ইরশাদ করলেনঃ তুমি লাঞ্ছিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার গর্দন উড়িয়ে দেই। [1] নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম ইরশাদ করলেন : যদি সে সে-ই (অর্থাৎ মাসীহ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে-ই (দাজ্জাল) না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। (৩০৫৫, ৬১৭৩, ৬৬১৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১২৭২)

English

Narrated Ibn 'Umar:

'Umar set out along with the Prophet (p.b.u.h) with a group of people to Ibn Saiyad till they saw him playing with the boys near the hillocks of Bani Mughala. Ibn Saiyad at that time was nearing his puberty and did not notice (us) until the Prophet (ﷺ) stroked him with his hand and said to him, "Do you testify that I am Allah's Messenger (ﷺ)?" Ibn Saiyad looked at him and said, "I testify that you are the Messenger of illiterates." Then Ibn Saiyad asked the Prophet (p.b.u.h), "Do you testify that I am Allah's Messenger (ﷺ)?" The Prophet (p.b.u.h) refuted it and said, "I believe in Allah and His Apostles." Then he said (to Ibn Saiyad), "What do you think?" Ibn Saiyad

answered, "True people and liars visit me." The Prophet (ﷺ) said, "You have been confused as to this matter." Then the Prophet (ﷺ) said to him, "I have kept something (in my mind) for you, (can you tell me that?)" Ibn Saiyad said, "It is Al-Dukh (the smoke)." (2) The Prophet (ﷺ) said, "Let you be in ignominy. You cannot cross your limits." On that 'Umar, said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Allow me to chop his head off." The Prophet (p.b.u.h) said, "If he is he (i.e. Dajjal), then you cannot overpower him, and if he is not, then there is no use of murdering him."

ফুটনোট

[1] ইসলামী শরীআত নির্ধারিত শাস্তির হকদার কেউ হলে একমাত্র ক্ষমতাসীন দায়িত্বশীল ব্যক্তিই পারবে তার উপর তা প্রয়োগ করতে। অন্য কারো অধিকার নেই। বর্ণিত হাদিসে 'উমার (রাঃ)-এর অনুমতি চাওয়াতে এটাই প্রমাণিত হয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=25193>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন